11-2-49
রাঙামাটি
এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্সের
নিবেদন!

এসোসিয়েটেড্ ডিষ্ট্রিবিউটার্সের নিবেদন

রাঙামাটি

সঙ্গীত-পরিচালনা—**কমল দাশগুপ্ত**

সংগঠনে ঃ

সর্ব্বাধ্যক্ষ : নরেশচন্দ্র ঘোষ
চিত্রগ্রহণ : অজয় কর
শব্দগ্রহণ : শচীন চক্রবর্ত্তী
শিল্পনির্দ্দেশে : বীরেন নাগ
সম্পাদনা : বিনয় ব্যানার্জ্জী
রসায়নাগার : ধীরেন দে (কেবি)
ব্যবস্থাপনা : নীহার পাকড়াসী
সুকুমার রায়চৌধুরী
স্থিরচিত্র : ষ্টীল ফটো সার্ভিস
প্রচার : সুশীল সিংহ
রূপসজ্জা : বসীর, গোষ্ঠ

*

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের
'ও চাঁদ তোমায় দোলা'
গানটি এই চিত্রকে অলঙ্কৃত করিয়াছে।

সহকারিতায় ঃ

পরিচালনায়—নারায়ণ ঘোষ
গৌর ঘোষ
সুকুমার মিত্র
স্বদেশ সরকার
চিত্রগ্রহণে—বিশু চক্রবর্ত্তী
বিমল মুখার্জি
রেজা, হরেন
শব্দগ্রহণে—ইন্দু অধিকারী
শিল্পনির্দ্দেশে—কার্ত্তিক বসু
রসায়নাগারে—লালমোহন, সুধীর,
চণ্ডী শীল
সম্পাদনায়—অসিত মুখার্জ্জি
ব্যবস্থাপনায়—ক্ষিতীশ আচার্য্য
শ্যামল ঘোষ
সঙ্গীতে—নিতাই ঘটক

* রচনা ও পরিচালনা—**প্রণব রায়**

অভিনয়ে

শ্রীমতী চন্দ্রাবতী ঃঃ জহর গাঙ্গুলী

সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা দেবী, সত্য চৌধুরী, নীতীশ মুখার্জ্জি, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, রবি রায়, শ্যাম লাহা, কৃষ্ণধন, তুলসী চক্রবর্ত্তী, বেচু সিংহ, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, ৺হাজু বাবু, কানাই ভট্টাচার্য্য, রবি বসু, হাবুল বাবু, মনু মুখার্জ্জি, শ্রীমতী অর্পণা, কুমারী নমিতা, কুমারী অন্নপূর্ণা, বুদ্ধদেব, মাষ্টার শম্ভু এবং আরো অনেকে—

চিত্রে সাদা মোটরকার মিসেস্ এস্ এন, ভার্মার সৌজন্যে ব্যবহৃত।

[রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে প্রস্তুত] [একমাত্র পরিবেশক : এসোসিয়েটেড্ ডিষ্ট্রিবিউটার্স]

(কাহিনী)

অরুণের মাষ্টারমশাই বলেন,—গানে ছেলেটার আশ্চর্য্য প্রতিভা !

মা বলেন,—শুধু গান-বাজনা শিখ্‌লেই কি ছেলে মানুষ হবে ?

মাষ্টারমশাই জবাব দেন,—নিশ্চয় হবে ! মানুষ হওয়ার পথ—বড় হওয়ার পথ সকলের এক নয়। অরুণ বড় হবে এই গানের রাস্তা ধরেই।

মাষ্টারমশাই অরুণের পিতৃবন্ধু। অরুণ ডাকে, কাকাবাবু। তাঁরই উৎসাহে ও চেষ্টায় গানে অরুণের দিন দিন উন্নতি হয়।

কিন্তু অরুণের আদর্শ অন্য। সেটা স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। তানপূরার ঝঙ্কারের চেয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল-ঝঞ্ঝনা তার তরুণ মনকে বেশী ক'রে নাড়া দেয়। রাঙামাটি গ্রামের ছেলে মেয়েদের নিয়ে সে সমিতি প্রতিষ্ঠা করে।

গ্রামের জমিদার রায়সাহেব উপেন সিংহ কিন্তু এ-সব ব্যাপার ভালো চোখে দেখ্‌তে পারলেন না। তার উপর এক জনসভায় অরুণ তাঁকে "বিদেশী সরকারের পোষা কুত্তা" ব'লে অপমান করায় তিনি ক্ষেপে যান। চর লাগিয়ে তিনি অরুণের ঘর জ্বালিয়ে দেন এবং পুলিশের সাহায্যে তাকে গ্রেপ্তার করার চক্রান্ত করেন। বিপদ বুঝে অরুণকে নিয়ে কাকাবাবু চ'লে আসেন কল্‌কাতায়। যাবার আগে অরুণ তার বাল্যসঙ্গিনী আশার কাছে শপথ ক'রে যায়—"দেশের কাজে যখনই আমার ডাক পড়বে,—পৃথিবীর যেখানেই থাকিনা কেন, সব তুচ্ছ ক'রে সেদিন আমার জন্মভূমি এই রাঙামাটিতেই ফিরে আস্‌ব।"

কলকাতায় এসে এক গানের সভায় জয়ন্তীর সঙ্গে অরুণের পরিচয় হয় এবং তারই সাহায্যে অরুণ গানে যথেষ্ট নাম করে। কিন্তু অরুণকে নিয়ে জয়ন্তীর সঙ্গে কাকাবাবুর সুরু হ'ল বিরোধ। দু'জনের মতবাদ— দু'জনের আদর্শ একেবারে ভিন্ন।

কাকাবাবু বলেন.—দেশ যখন ডাক দেয়, তখন শিল্পিকেও দেশের কাজে নাম্‌তে হয়। সেইখানেই তার শিল্পের সার্থকতা।

জয়ন্তী বলে.—শিল্পী সৈনিক নয়, সুন্দরের পূজারী। আর্টের পূজাই তার ব্রত।

কাকাবাবু বলেন,—পরাধীন দেশের শিল্পীর কোনো গৌরব নেই।

জয়ন্তী বলে,—শিল্পীর কোনো নির্দ্দিষ্ট দেশ নেই। সে সর্ব্বকালের—সর্ব্বদেশের।

কাকাবাবু বলেন,—আগে দেশ, তারপরে আর্ট।

জয়ন্তী বলে,—আগে আর্ট, তারপরে দেশ।

জয়ন্তী বিদুষী, রূপবতী, ব্যক্তিত্বময়ী। অরুণ সহজেই তার আদর্শের কাছে ধরা দেয়। শেষে একদিন সে কাকাবাবুকে ছেড়ে জয়ন্তীর কাছেই চ'লে যায়। বৃদ্ধ কাকাবাবুর আজীবনের স্নেহ অরুণের পথ আটকাতে পারল না।

ওদিকে রাঙামাটি মহকুমায় তখন আশী জনকয়েক সঙ্গী নিয়ে "খাজনা বন্ধ কর" আন্দোলন সুরু করেছে। জমিদারের পাইক চাষীদের হাল-বলদ কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, স্ত্রীলোকদের ঘর থেকে টেনে বার করছে—চাবুক মারছে! সমস্ত রাঙামাটি জুড়ে অত্যাচারের ঝড় ব'য়ে যাচ্ছে। কিন্তু কে দাঁড়াবে এই ঝড়ের মুখে? কে পারে এই ঝড়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে? পারে শুধু একজন। সে অরুণ—সমিতির নেতা—সংগ্রামের অধিনায়ক অরুণ! কিন্তু কোথায় সে?

দিন যায়, মাস যায়, বছর ঘুরতে যায়; অরুণ আর ফেরে না। সে কি তার শপথ ভুলে গেছে? নাম, যশ, স্বাচ্ছন্দ্য পেয়ে, জয়ন্তীকে পেয়ে সে কি আজ মাকেও ভুলে গেছে?

রুগ্না মা কেঁদে বলেন,—আশা, তাকে লিখে দে মাকে সে ভুলে যাক্ ক্ষতি নেই, কিন্তু রাঙামাটিকে সে যেন ভোলে না। রাঙামাটি ডাকছে—তাকে রাঙামাটি ডাকছে!...

রাঙামাটির এই ডাক কেমন ক'রে এক ঝড়ো রাতে অরুণের কানে পৌঁছল —কেমন ক'রে সে তার গান দিয়েই মাটির ঋণ শোধ করল, এই চিত্রে দেখতে পাবেন।

(গান)

(১)

আমি নতুন গুরুমশাই ॥
পাঠশালে মোর বই শ্লেটের নেইরে কোন বালাই ॥
হেথা নেই শিশুপাঠ, নেই বোধোদয়
নামতা পড়ার নেই কোন ভয়,
আমার কাছে বানান্ ভুলের নেইরে কোন সাজা-ই ॥
পাঠশালা মোর বসে রে ভাই
চূর্ণী নদীর চরে,
হেথা পালতোলা নাও ভাসেরে
(আর) মাছরাঙা মাছ ধরে।
সকাল থেকে সারাবেলা
পাঠশালে মোর শুধুই খেলা,
সারা বছর নিত্যি আমি ছুটির ঘন্টা বাজাই ॥

—প্রণব রায় —(ছোট অরুণ)

(২)

উঠ জাগ্ মুসাফির ভোর ভাই,
অব রায়ন কাঁহা যো সোয়াত হয়।
উঠ্ জাগ্ মুসাফির ॥
যো সোয়াত হয় উও খোয়াত হয়,
যো জাগাত হয় উও পাবাত হয়।

—(ছোট অরুণ)

(৩)

ও চাঁদ তোমায় দোলা
কে দেবে কে দেবে তোমায় দোলা।
আপন আলোর স্বপন মাঝে বিভোল ভোলা ॥
কেবল তোমার চোখের চাওয়ায়,
দোলা দিলে হাওয়ায় হাওয়ায়,
বনে বনে দোল জাগাল ঐ চাহনি তুফান-তোলা ॥
আজ মানসের সরোবরে
কোন্ মাধুরীর কমল-কানন দোলাও তুমি ঢেউয়ের'পরে।
তোমার হাসির আভাস লেগে
বিশ্ব-দোলন দোলার বেগে
উঠলো জেগে আমার গানের কল্লোলিনী কলরোলা ॥

—রবীন্দ্রনাথ —(অরুণ)

(৪)

রাঙামাটির পথের ধারে রাঙা পলাশ ঝরে।
বন্ধু গেছে তেপান্তরে ॥
মোর রাতের ঘুমে, দিনের কাজে
তারই পায়ের সাড়া বাজে
সে ফিরবে কবে খেলা-ভাঙা
আমার খেলাঘরে ॥
তারে কাশফুলেরা হাতছানি দেয়,
খেজুরপাতা ডাকে,
আর ঘুর্ণী হাওয়া খুঁজে বেড়ায়
চুর্ণী নদীর বাঁকে।
(আমি) জানি সে যে রাজার বেশে
সিংহাসনে বসবে এসে,
মন যে আমার স্বপ্ন দিয়ে
সোনার মুকুট গড়ে ॥
—প্রণব রায় —(আশা)

(৫)

বাঁশরী তোমার ফেলে দাও কবি,
অগ্নিবীণা বাজাও।
আজ সুরে সুরে আগুন জ্বালাও ॥
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ভীরু অসহায়
বন্দিনী দেশ ডাকিছে তোমায়,
ছোট গৃহকোণ, মালার বাঁধন,
প্রিয়ার মিনতি ভুলে যাও ॥
স্বপন-বিলাসে কাটাবে জীবন,
বল কোথা সেই অবসর ?
চেয়ে দেখ ঐ আকাশে আকাশে
উঠিয়াছে বৈশাখী ঝড়।
রাত্রি গহন, অসীম আঁধার,
এই তো সময় জয়যাত্রার,
বিজলী-শিখায় আপন প্রাণের
প্রদীপ-শিখাটি জেলে দাও ॥
—প্রণব রায় —(অরুণ)

(৬)

এসো এসো দীপশিখা,
এসো আলো মূর্তিমতী !
(যেথা) ভীরু প্রাণ অন্ধকারায়
আলোকের সান্ত্বনা চায়,
আনো সেথা হে নিরুপমা
(নব) আশায় অরুণজ্যোতি ॥
অকূল আঁধার সাগরে
(হেথা) জীবন-তরণী পথহারা,
আলোকের ইশারা লয়ে,
(সেথা) দেখা দাও ওগো ধ্রুবতারা।
(মোর) হৃদয়ের অগ্নিবীণা
(কাঁদে) তোমারি পরশহীনা,
(মোর) নীরব বীণার তারে তারে
(জ্বালো) নতুন গানের আরতি ॥
—প্রণব রায় —(অরুণ)

(৭)

গানখানি মোর তুলে দিনু তব হাতে।
মোর জীবনের প্রথম অরুণ প্রাতে ॥
(এ যে) সুরের সূর্য্যমুখী
(তব) মুখপানে চেয়ে সুখী,
এ গান আমার নব ঝঙ্কার
তোমার মনোবীণাতে ॥
মোর গান বলে, 'তুমি আছ,
তাই এই জীবন মধুময়,
এত কাঁটা তবু পৃথিবীতে এত মাধুরীর সঞ্চয় ।'
(আজ) আমার মনের কবি
(জাগে) নূতন জনম লভি
সারা নিখিলের মিলন-বিরহ
(দোলে) আমার গানের সাথে ॥
—প্রণব রায় —(অরুণ)

জাগোরে নওজোয়ান ! জাগো !
দিকে দিকে ঐ বাজিছে শোনো
শিকল ভাঙার জয়গান ॥
আগুন লেগেছে ঘরে ঘরে,
গগনে গগনে তারি শিখা,
ওঠ ওঠ বীর জাগো,
(মোছ') ঘুমের কাজললিখা ।
যুগান্তরের অত্যাচারের
এবার যে হবে অবসান ॥
জাগোরে নওজোয়ান !
আমাদেরি আগে চলে' গেল যারা,
আর বলে' গেল যারা,—
"রবো নাকো' আর ক্রীতদাস"
আপন রক্তে যারা লিখে গেল
মুক্তির রাঙা ইতিহাস ;
নামহীন যত বীর সৈনিক
ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়ায়ে
মৃত্যুরে মালা সম যারা
কণ্ঠে লয়েছে জড়ায়ে,
আজ রাখিতে তাদের মান
হে শহীদ, হও তুমি আগুয়ান !
জাগোরে নওজোয়ান !
আজও তারা আছে আমাদেরি আগে
নব উদয়-সূর্যরাগে
সেই সে কানাই, সেই ক্ষুদিরাম—
হে তরুণ, তাহাদের কর প্রণাম !
বল কে রাখিবে তাহাদের মান,
হে তরুণ হে শহীদ হও আগুয়ান,
জাগোরে নওজোয়ান !
আজও শুনি কে যেন কোথায়
কাঁদে কোন অন্ধকারায়,
লোহার কাঁকণ হানি শিরে
ভাসে জননী আমার আঁখিনীরে
কেঁদে বলে, "চাই, আরো চাই—
মোর পূজা শেষ হয় নাই ,
আরো প্রাণ আরো দান চাই --
আজও মোর পূজা শেষ হয় নাই !"
কে আছো মায়ের বীর সন্তান
(দাও) আপনারে বলিদান.
দাও আরো দাও
লক্ষ প্রাণের রক্ত কমলে
অঞ্জলি সাজাও,
বন্দিনী জননীর অশ্রুজল মুছাও !
ভিখারিণী মাতা চাহে দাও
আরো প্রাণ চাহে দাও আরো প্রাণ !
আপনারে দাও মায়ের সেবায়
দাও, দাও, দাও
সেই তো চরম দান ॥
জাগোরে নওজোয়ান !
—প্রণব রায় (অরুণ ও আশা)

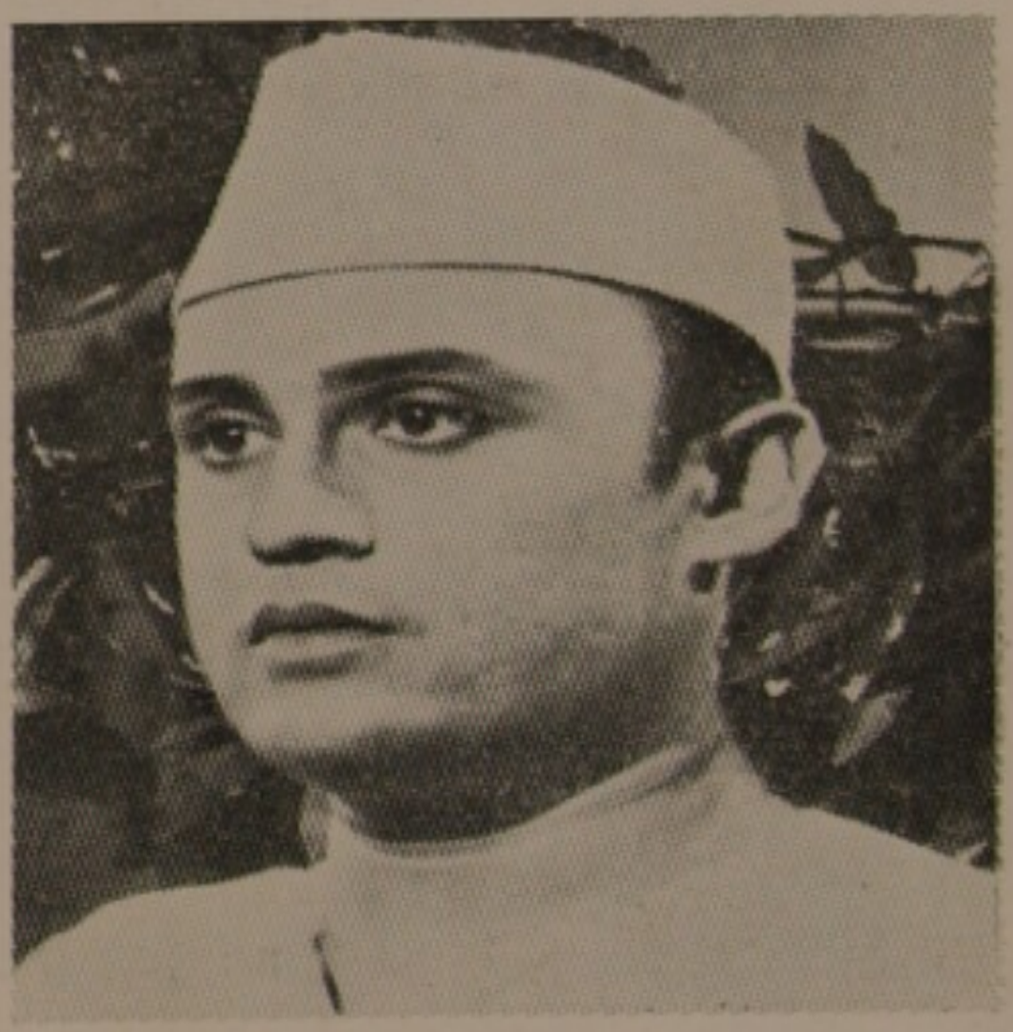

আসিতেছে !!
ভারতী ছায়া মন্দিরের চিত্র
ভ্যারাইটি
• ষ্টোর্স •
পরিচালনা : বিনয় ব্যানার্জ্জি

* অবিলম্বে কলিকাতার বিশিষ্ট চিত্রগৃহে মুক্তি পাইবে। *
এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রীবিউটার্স লিঃ-এর পরিবেশনাধীন চিত্র।

শ্রীসুশীল সিংহ কর্ত্তৃক এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিমিটেড এর তরফ হইতে
সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ক্যালকাটা প্রিন্টিং কোম্পানি লিমিটেড,
৯৮।৪ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী রোড কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

মূল্য দুই আনা।